গাংনীর প্রধান সড়কের ধারে হাট, সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

মেহেরপুরের গাংনী- কুষ্টিয়ার প্রধান সড়কের ধারে বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক হাট বসে। এতে করে প্রতিনিয়তই ছোট খাট দূর্ঘটনা সংঘঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। গাংনী থেকে খলিসাকুন্ডি পর্যন্ত ৮টি স্থানে সাপ্তাহিক দুইবার হাট বসে।
এসব হাট গুলোতে বেলা বাড়ার সাথে বিক্রেতা ও ক্রেতার ভিড় বাড়তে থাকে। তাছাড়া দ্রব্যমুল্য বহন করার জন্য অবৈধ যান আলমসাধু নসিমন সহ অটোভ্যান সে স্থানে জমা হতে থাকে। এসব যানবাহন গুলো অনেক সময় ধরে অবস্থান করার কারণে প্রধান সড়ক অবোরধের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়।
এদিকে হাটে সবজি বিক্রেতারাও একেবারে প্রধান সড়কের কোল ঘেঁষে তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। সেখানে বিক্রেতাদের রিতিমত পাকা সড়কের উপর দাড়িয়ে তাদের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করতে বাধ্য হতে হয়। তাতে প্রধান সড়কে রিতিমত বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এ কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলে সময় ক্ষেপন হয়। অনেক সময় দেখা যায় যাত্রীরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। এতে যাত্রিদের সাথে বাস ষ্টাফদের বাকবিতন্ডাও হতে দেখা গেছে অনেক সময়।
গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কে গাড়াডোব, বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, চেংগাড়া,জোড়পুকুরিয়া,তেরাইল,ছাতিয়ান ও বাওটের সাপ্তাহিক দুটি করে হাট একেবারে পাকা রাস্তার উপরেই বসে থাকে। সপ্তাহের সাত দিনই এই সড়কটি হাট বসার কারণে সড়কে বিশৃংখলা যেমন বাড়ে তেমন সড়ক দূর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়তে থাকে।
সড়কের ধারে হাট যতগুলো রয়েছে তার একটিও ঝুঁকিমুক্ত নয়। হাট বসার কারণে সড়কে পথাচারিদের পাশাপাশি অন্যান্য হালকা যানবাহনের চলাচলে ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই সড়কের উপর দিয়ে অবৈধযান আলগামন নসিমন করিমনেরও দৌরাত্ম ব্যাপক। এসব যানের কোন ফিটনেসতো নাই এর উপর সড়কের উপর হাট বসার কারনে সড়কে লোকজনের ব্যাপক উপস্থিতিতে এ সময় দূর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায়।
সচেতন মহল মনে করেন সড়কের শৃংখলা ফেরানো খুবই জরুরী আর এটা করতে হলে হাট মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে সাথে সাথে প্রশাসনকেউ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন সড়কের বিশৃংখলা কতটুকু তা জেনে ব্যবসায়ী পথাচারি সহ সকলে যাতে সুবিধাজনক ভাবে

তাদের কাজ করতে পারে সে বিষয়টি দেখে বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

-গাংনী প্রতিনিধি

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বর দামুড়হুদা জেলার দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস। জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাংলার ছেলেরা পাক-বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করে দর্শনাকে মুক্ত করে।

মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন জানান, সেদিন ৩ ডিসেম্বর সন্ধা সাড়ে ৬টা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী বারাদি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর আসে দর্শনার উত্তর-পশ্চিম পাশে পাক-হানাদার বাহিনী বাংকার করে অবস্থান নিয়ে আছে।

এ খবর পেয়ে ভারতীয় প্রায় ৬/৭ শত মিত্র-বাহিনী ও ৩০জন মুক্তিযোদ্ধা রাতের খাবার শেষ করে পায়ে হেঁটে মদনা, প্রতাপপুর ও জিরাট পার হয়ে রওনা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

মিত্র-বাহিনীর নেত্রীত্বে ছিলেন মিষ্টার বুফে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নেত্রীত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত নুর হাকিম। দীর্ঘ প্রায় ৭/৮ কিলো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে উপজেলার গোবিন্দপুর ও রুদ্রনগরের মাঝামাঝি স্থানে রাবারের নৌকায় চেপে ৮জন করে যোদ্ধা মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে রাত ২টার দিকে লোকনাথপুর ও পরানপুর মাঝামাঝি ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাঠে ট্রেন্স (এপিপি) কেটে অবস্থান নেয়। এরপর রাত ৪টা দিকে পাক-হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বৃষ্টির মত মটার গান, সেল, এস এমজির রটেক ল্যান্সার ও রাইফেলের গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় মুক্তিযোদ্ধা টীম ও মিত্র-বাহিনী পাল্টা গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় ৩ঘন্টা ব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলাগুলি হয়। এক

পর্যায় মক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর এ্যাম্বুসে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে একের পর এক গুলি, মটারগান, রকেট ল্যান্সার, এল এম জি, এস এলার, এস এম জি, এইচ এস জি, মার্কফোর রাইফেল ও সেল নিক্ষেপ চলতে থাকে।

এসময় ভারতীয় ৩টি যুদ্ধ বিমান কয়েকবার আকাশে চক্কর দিতে শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনী পিছু হঁটতে শুরু করে। সূর্য্যরে আলো ফোঁটার আগেই দর্শনা মুক্ত হয়ে যায়।
এরপর ৪ ডিসেম্বর সাকাল ৭টায় জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে দর্শনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলে।

এরপর দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিষ্টার বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ প্রধান মৃত নুর হাকিমের নেত্রীত্বে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে উল্লাস করে এবং জয় বাংলা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখোরিত করে নিজ মাতৃভূমির একাংশ নিজেদের দখলে নেয় মুক্তি-বাহিনী।
সেই থেকে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস হিসাবে দর্শনাবাসঅ পালন করে আসছে।

এ যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনী ও মিত্র-বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য মারা যায় বলে বিল্লাল হোসেন জানান।

- আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলনকে সফল করতে মেহেরপুরে শোভাযাত্রা

২১ তারিখের আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে অ্যাড.জুয়েলের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে।

শোভাযাত্রাটি মেহেরপুর বড়বাজার থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। পরে

সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে পথসভা করা হয়।

সভায় বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাড.জুয়েল, সাবেক শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মতিন শামীম, ছাত্রলীগ নেতা জোয়ানী খন্দকার, পাপ্পু, শাহীন রেজা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ সহ অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে কৃষক বাছাইয়ে অনিয়ম: তোপের মুখে কৃষি অফিসার

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি ভাবে আমন ধান ক্রয়ের লক্ষে কৃষক বাছাইয়ে অনিয়মের অভিযোগে লটারির অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম ও তার লোকজন। অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে তার উপজেলা কৃষি অফিসারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন ।

তবে কৃষি অফিসার বলছেন সময়ের অভাবে সঠিকভাবে কৃষক বাছাইয়ে কিছুটা অনিয়ম হয়েছে। এদিকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু কৃষক বাছাইয়ের লক্ষে আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত লটারীর কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলায় এ বছর সকারিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ১৬৮৮ মেঃ টন ধান ক্রয় করা হবে। কৃষিকার্ডের আওতাভুক্ত জনপ্রতি চাষির কাছ থেকে প্রতিকেজি ২৬ টাকা দরে একটন করে ধান ক্রয় করা হবে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ হল রুমে কৃষক বাছাই কল্পে লটারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা খাদ্য অফিস।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কৃষি অফিসার মনগড়া ভাবে অফিসে বসেই কৃষকদের নামের তালিকা প্রস্তত করেছেন।

প্রকৃত চাষিদের বাদ দেয়া হয়েছে। তালিকা নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথীবৃন্দ ,স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের তোপের মুখে পড়ে কৃষি

অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন আহমেদ। বিভিন্ন কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তালিকা প্রস্তততে অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় কৃষি অফিসারকে।

এ ব্যাপারে কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন জানান, সময়ের স্বল্পতার কারণে কৃষকের নামের তালিকা প্রস্তুতে কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে পারে। চলতি মাসের ১২ তারিখের মধ্যেই সঠিক তালিকা করা হবে। কেউ যেন কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে সে ব্যপারে ব্লক সুপারভাইজারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা খাদ্য অফিসার মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, কৃষকদের তালিকা প্রস্ততের ব্যপারে খাদ্য অফিসের কোন হাত নেই,এব্যাপারে কৃষি অফিস কর্তৃক তালিকা করে থাকেন। সে তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য ক্রয় করা হয়।

উপজেলা খাদ্য শস্য সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উন্মক্ত লটারি পরিচালনা অনুৃষ্ঠানের সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে এবং সকল আমন ধানচাষিকে তালিকাভুক্ত করনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগীতায় নতুন করে তালিকা প্রস্ততের নির্দেশ দেয় কৃষি অফিসারকে।

আইনশৃখলা বজায় রাখার স্বার্থে আগামী ১২ ডিস্বের পর্যন্ত লটারি স্থাগিত করা হয়। আগামী ১২ ডিসেম্বর তারিখে উন্মক্ত লটারি হবে বলেন জানান লটারি অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।এছাড়া কৃষি অফিসের ব্লক সুপার ভাইজারদের প্রতিটি কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বচ্ছ তালিকার প্রস্তত করনের নির্দেশ দেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক জানান, যেহেতু কৃষক তালিকা নিয়ে কিছু মতবিরোধ উঠেছে সেহেতু সঠিক তালিকা করে পুণরাই লটারি করা হবে।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লটারি ১২ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ করেছেন এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমিও চাই দু একদিন দেরি হলেও প্রকৃত কষকরা সরকারি মুল্যে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করুক। এতে আমার এলাকার কৃষক উপকৃত হবে। উপজেলা নির্বাহী সার লটারি সাময়িক বন্ধ করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওবাইদুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

– আক্তারুজ্জামান,গাংনী

ছাগল চুরির সময় চিনে ফেলায় সবেদাকে হত্যা করা হয়- পুলিশ সুপার

ছাগল চুরি করার সময় চোরদের চিনে ফেলায় সবেদা খাতুনকে হত্যা করে চোরচক্র। মাটিতে ফেলে সবেদার পরনের কাপড় দিয়ে তার গলায় ফাস লাগিয়ে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটানো হয়।

প্রেস ব্রিফিং এ এসব কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী। হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে রাশেদ ও হাজিবুল।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর মেহেরপুর জেলার মুজিবনরগ উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে ছাগল চরাতে গিয়ে সবেদা খাতুন নামের এক বৃদ্ধা খুন হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে হাফিজুল ইসলাম বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এরপর মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশ রাশেদ, হাজিবুল ও নেকবার নামের তিন জনকে আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে রাশেদ ও হাজিবুল ও আরও একজন হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তদন্ত স্বার্থে অপর আসামীর নাম প্রকাশ করা হয়নি।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

অভিযান বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান খালের ( কুমার নদ) দুপাড় দখল করে গড়ে উঠা বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের দাবিতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোডে মানববন্ধন শেষে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্বারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

আলমডাঙ্গায় জিকে প্রজেক্টের প্রধান খালের (কুমার নদ) পাড়ে বাস্তুভিটা নির্মাণ করে বসবাস করে আসছেন প্রায় ২ শ ছিন্নমূল পরিবার।

প্রায় ৩০/৪০ বছর আগে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্বাস্তুর মত এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তান সন্ততি নিয়ে কোন রকমে মাথা গোজার মত সংস্থান হয়েছে তাদের।

কুমার নদের তীরে পড়ে থাকা জমিতে তিলে তিলে নির্মাণ করেছেন মাথা গুজে থাকার মত আশ্রয়। অনেকে আবার ওয়াবদা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লীজ গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি জিকে প্রকল্পের প্রধান খালের জমি দখল করে গড়ে তোলা স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলে ভূমিহীন ও সহায় সম্বলহীন তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন?

এমন মানবিক আর্তি প্রকাশ করে তারা উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নিকট এ স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে তারা আলমডাঙ্গা হাইরোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

অন্যান্যের মধ্যে এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক পৌর কাউন্সিলর মতিয়ার রহমান ফারুক, কাউন্সিলর জহুরুল ইসলাম স্বপন, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক শাহীন রেজা, যুবলীগ নেতা সাইফুর রহমান পিন্টু, আশরাফুল হক পিন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, খন্দকার মজিবুল ইসলাম প্রমুখ।

জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান প্রমুখ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গার ব্রাইট মডেল স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ

জেলার অন্যতম শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলমডাঙ্গার ব্রাইট মডেল স্কুল মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা-২ এর সিনিয়র সহকারি সচিব অসীম কুমার কর্মকার স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

জেলার বৃহত্তর এ বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ব্রাইট মডেল স্কুল ছাড়াও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর কয়া চাইল হ্যাভেন গার্লস হাই স্কুল, রবীন্দ্র মডেল

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খলনগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুরের দীঘলকান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভুরকাপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডিজিটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

মেহেরপুর জেলার কালিগাংনী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ জেলার পৌর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার চাঁন্দুয়া সমসকাটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিধা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল জেলার কালিয়ার পাঁচ গ্রাম উসমান গণি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

সাতক্ষীরা জেলার শীবপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাট জেলার চিতলমারী পরাণপুর শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনার ফুলতলা রাহমানিয়া এলিমেন্ট্রি স্কুল, খুলনা কালেক্টরিয়েট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

এছাড়া দুটি বিদ্যালয়ে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল খুলনার ফুলতলা প্রস্তাবিত জাহানাবাদ ইংলিশ স্কুল ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর মর্ডান স্কুল।

এদিকে, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করায় ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো বলেন, ব্রাইট মডেল স্কুল জেলায় সর্বাধিক ভাল ফলাফল অর্জনের পরও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি ছিল না বলে নানা ধরণের বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। এখন থেকে আর সে অসুবিধাগুলি আর থাকবে না।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

জীবননগরে ঔষধ ফার্মেসীতে জরিমানা

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে এক ঔষধ ফার্মেসীতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

আদায় করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর পৌর শহরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় জীবননগর পৌর শহরের পোস্ট অফিসের সামনে তরফদার মেডিসিন হাউজে অভিযান পরিচালনা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও ফ্রি স্যামপোলের ঔষধ বিক্রি করার অপরাদে তরফদার মেডিসিন হাউজের মালিক ইব্রাহিম খলিলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ড্রাগ সুপার সুকর্ণ আহম্মেদ।

- জীবননগর প্রতিনিধি:

অন্ধ কিশোর হিমেলের চোখের আলো ফিরিয়ে পেতে আর্থিক সাহায্যের আকুতি

অর্থের অভাবে চোখের আলো নিভে যেতে বসেছে অন্ধ কিশোর হিমেলের।

বছর খানেক আগে ঘুমন্তাবস্থায় ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তার ডান চোখ টি অন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকার একটি চক্ষু হাসপাতালে তিনবার অপারেশন করেও তার চোখের আলো ফিরে পাইনি।

অপর চোখটি দ্রুত অপারেশন করতে না পারলে সেটিও নষ্ট হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

একটি চোখ অপারেশন করতে লাগবে এক লাখ টাকা। এতো টাকা যোগাড়

করা দিন মজুর পিতার সম্ভব না হওয়ায় তিলেতিলে কিশোর হিমেলকে অন্ধত্ব মেনে নিতে হচ্ছে।

হিমেল মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হতদরিদ্র লাভলু হোসেনের ছেলে।

ও কসবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী। হিমেল কে আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে।

যোগাযোগে করুন, পিতাঃ- মোঃ লাভলু হোসেন, মাতাঃ- মোছাঃ কোহিনুর খতুন, বিকাশ নাম্বারঃ ০১৭০৭-১২৮২৯৫ ।

- গাংনী প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ, প্রতিকারের চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গা জেলার ভূট্টা ক্ষেত গুলোতে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। এতে করে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা করছেন কৃষকরা। নতুন ধরণের এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কৃষকরা ছুটছেন কৃষি বিভাগের কাছে।

এ অবস্থায় কৃষকদের এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য আক্রান্ত এলাকাসহ সকল এলাকার কৃষকদের সচেতন করতে কৃষি বিভাগের সাথে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, বাংলাদেশের সর্বাধিক ভূট্টা উৎপাদনের জেলা হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা। চলতি বছরেও চুয়াডাঙ্গা জেলাতে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে ভূট্টার আবাদ হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে হঠাৎ করেই এ জেলার কিছু ক্ষেতে ফল আর্মিওয়ার্ম

পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। নতুন ধরণের এ পোকা দমনে কৃষকদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কৃষি বিভাগ কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সে সময় তাদের সব ধরণের পরামর্শ প্রদান করেন। এ অবস্থায় চলতি বছর আগের তুলনায় কিছুটা বেশি মাত্রায় ভূট্টা ক্ষেতে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ দেখা দেয়।

কৃষি বিভাগ জানায়, ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকাটি মূলত ভারত থেকে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) ইউএসএইড’র সহযোগিতায় খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত কৃষি বিভাগের বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কৃষকদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২০ দিনব্যাপি ৬টি সেশনে এসব কর্মকর্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সামিটের হাব কো-অর্ডিনেটর খন্দকার শফিকুল ইসলাম বলেন, কৃষকরা একটু সচেতন হলেই এ বিষয়ে খুব একটা চিন্তার কারণ নেই। যেহেতু কৃষকদের এ পোকা সর্ম্পকে অজানা রয়েছে এ কারণে প্রাথমিকভাবে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. সৈয়দ নূরুল আলম বলেন, ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা চুয়াডাঙ্গা জেলাতে আগের বছরের তুলনায় বেশি মাত্রায় আক্রমণ করেছে। এ কারণে এ জেলা থেকে যাতে অন্য জেলাতে পোকাটি ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং পোকাটি দমন করতে হবে।

- জামান আখতার, চুয়াডাঙ্গা